ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 155-160
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.191

স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শন এবং পাশ্চাত্যে এর প্রভাব: একটি বিশ্লেষণ

ড. আনন্দ ঘোষ, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জি.এল. চৌধুরী কলেজ, বরপেটা রোড, অসম, ভারত*

Received: 15.09.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Swami Vivekananda is one and unique. He had a profound influence on Western culture and thought by promoting Vedanta and Indian spirituality in the West. His influence in America was far-reaching, which spread throughout the world through his eloquence, preaching Vedanta, and establishing the Ramakrishna Math and Mission. As a representative of neo-Vedanta, he gave a modern interpretation of Hinduism and proposed to combine the spiritual wisdom of the East with the science and technology of the West. Through his teachings, the spiritual foundation of nationalism was laid in India and he acted as a cultural bridge between the East and the West.

Swamiji, through his lectures in the West, spread the message of unity, love, service, and self-realization among mankind, which gave a new direction to Western spirituality. He was not only a spiritual ambassador of India; he was a modern saint of the world. He preached Hinduism worldwide, but his message was for all - a universal faith based on unity and the values of Vedanta, which gained wide popularity in America. Swamiji's influence on the spiritual world of the West is remarkable. The Vedanta Society in the United States acted like a magnet, and many prominent intellectuals and writers were attracted to this society and played a major role in spreading Swamiji's message of Vedanta in American culture. In my paper, I will try to analyze how Swami Vivekananda's philosophy of Vedanta has influenced Western spiritual thought and consciousness.

Keywords: Spiritual, Vedanta, Philosophy, Religion, Science

স্বামী বিবেকানন্দ এক ও অদ্বিতীয়। আমেরিকায় তাঁর প্রভাব সুদূরপ্রসারী, যা তাঁর বাগ্মীতা, বেদান্ত প্রচার ও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সংসদে তাঁর বক্তৃতা আমেরিকায় হিন্দুধর্ম ও বেদান্তের প্রবেশদ্বার খুলে দিয়েছে।তাঁর প্রচেষ্টায় আমেরিকায় আধ্যাত্মিকতা ও বেদান্তের প্রসার ঘটায় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রভাব বৃদ্ধি করে। তিনি ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে তাঁর জাতীয় পরিচয়ের মূল হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং পশ্চিমাদের বস্তুবাদের বিপরিতে ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তিকে বিশ্বের সামনে স্থাপন করেছেন।পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চেতনায় স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছিলেন, যেখানে তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, বিশেষ করে বেদান্ত, পশ্চিমা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সমন্বিত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বেদান্ত ও যোগকে পশ্চিমা বিশ্বে পরিচিত করিয়েছেন, যা বিশ্বজুড়ে ভারতীয় আধ্যাত্মিতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তাঁর কাজের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সমাজে আধ্যাত্মিকতা, যোগ ও বেদান্তের প্রতি গভীর আগ্রহ তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে এই ক্ষেত্রগুলোতে অনেক কাজের পথ খুলে দেয়। তাঁর বক্তৃতায় তিনি

ধর্মের ভিন্নতার মধ্যে এক অভিন্ন ঐক্য এবং সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা ও শ্রদ্ধার বার্তা দেন, যা আমেরিকান সমাজে গভীর প্রভাব ফেলে ছিল। তাঁর আধ্যাত্মিকতা, করুণা এবং আত্মোপলব্ধির শিক্ষা আমেরিকান সমাজে আধ্যাত্মিক জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। আমার এই আলোচনা পত্রটিতে বহির্বিশ্বে স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা ও বেদান্ত দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস করব।

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য: আমার আলোচনা পত্রটির মধ্যে আমি পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চেতনার জগতে স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত দর্শনের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস করব।

অধ্যয়নের উৎস: আলোচনা পত্রটি প্রস্তুত করতে মুখ্য উৎস হিসেবে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' গ্রন্থ গ্রহন করা হয়েছে এবং গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অধ্যয়নের পদ্ধতি: আলোচনা পত্রটি প্রস্তুত করতে বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

আলোচনা:

পাশ্চাত্যে স্বামীজীর প্রভাবের ইতিহাস: ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী যখন প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, তখন সেই আমেরিকা অনেক দিকেই ছিল অত্যন্ত পুরানো পন্থী। রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন সরকারিভাবে দাস প্রথা সরিয়েছিলেন বিবেকানন্দ আসার ৩০ বছর আগে কিন্তু সেই অমানবিক প্রথাকে সত্যি সত্যি শেষ করতে যে রক্তাক্ত সিভিল ওয়ারের (Civil War) প্রয়োজন হয়েছিল সেটা আরো দুবছর চলেছিল। শুধু তাই নয়, যেসব আফ্রিকান-আমেরিকান দাসেরা মুক্তি পেয়েছিল, তাদের এবং তাদের বংশধরদের অন্য সব নাগরিকদের সঙ্গে সমান অধিকার পেতে আরো বহু বছর লেগেছিল। আজও বর্ণবিদ্বেষ আমেরিকায় দেখা যায়, যেমন দেখা যায় পৃথিবীর অন্য বহু প্রান্তে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইন কানুনে অনেক কিছুই বদলে যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে বা মনে সত্যিকারের স্থায়ী পরিবর্তন আসতে অনেক বেশি সময় লাগে। ধর্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলে যেসব প্রগতিশীল খ্রিস্টানরা *ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ান্স* (১৮৯৩)এর আয়োজন করেছিলেন, যেখানে বিবেকানন্দ তার কালজয়ী বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁরা অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল প্রধানত অন্য ধর্মকে হীন করে, খৃষ্ট ধর্মের প্রাধান্য দেখানোর জন্য। স্বামীজী এবং এশিয়া থেকে আসা অন্যান্য প্রতিনিধি, যারা বৌদ্ধ ধর্ম বা জৈন ধর্মের হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের প্রধান দায়িত্ব ছিল সেই মত পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং এটা জানানো যে সব ধর্ম এক লক্ষের দিকে ধেয়ে চলেছে-যেমন সব নদী এক অনন্ত শান্তির সাগরের দিকে বয়ে চলে। সেদিন স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ভাবধারা; তাঁরই মাধ্যমে ওই ভাবগুলির সর্বপ্রথম সংজ্ঞা ঐক্য রূপ লাভ করেছিল। প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে নিজ গুরুর মধ্যে এবং পরে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ কালে যে ভারতীয় ধর্মকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, শিকাগো শহরে তাই তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। সে সময়ের হার্বাট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট বলেছেন-

> "যখন তিনি সরল ভারতীয় সম্বোধনে আমেরিকানদের ভগিনী ও ভ্রাতা বলে সম্ভাষণ করলেন, যখন সেই প্রাচ্য সন্ন্যাসী নারীকে প্রথম স্থান দিলেন এবং সমগ্র জগতকে নিজ পরিবার বলিয়া ঘোষণা করলেন, তখন সেই মহা সম্মেলনে আনন্দের যে শিহরণ সঞ্চারিত হয়েছিল তার বর্ণনা তৎকালে উপস্থিত বর্গের মুখে বহুবার আমি শুনেছি। তাই বলে আমাদের স্বজাতীয় কোন ব্যক্তি এভাবে সম্বোধন করার কথা ভাবতে পারেনি। সেই মুহূর্তে থেকে বোধহয় স্বামীজীর নিশ্চিন্ত সাফল্যের সূত্রপাত হয়েছিল।"[১]

যুক্তরাষ্ট্রে স্বামীজীর প্রভাব: আমেরিকানদের মধ্যে ভারতীয় চিন্তাধারা নিয়ে যথেষ্ট উৎসুক্য ছিল, আর ছিল আধ্যাত্মিক ক্ষুধা যা স্বামী বিবেকানন্দকে সাহায্য করেছিল একদল উদগ্রীব শ্রোতা পেতে। শুধু তাই নয়, এর জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন মার্কিন মূলকের লোকেদের কাছে। সেই সাহায্যের জন্যই স্বামীজী শিকাগোতে *বেদান্ত সোসাইটি* তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ভারতে ফিরে গিয়েও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন করতে পেরেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে *বেদান্ত সোসাইটি* একটি চুম্বকের মতো কাজ করেছিল এবং বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক এই সোসাইটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বামীজীর বেদান্তের বাণী আমেরিকার সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে

দেওয়ার নেপথ্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁরা স্বামীজীর চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁরাই আজকে পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নয়নের অন্যতম রূপকার।

বর্তমান কালে আমেরিকার এলিজাবেথ টাউন কলেজের অধ্যাপক জেফ্রি ডি. লং তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন-

> “ইংরাজী নিবন্ধক, ঔপন্যাসিক এবং দার্শনিক এ অল্ডাস হাক্সলি (ইনিও বেদান্ত সোসাইটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া সেন্টারের সদস্য ছিলেন) নিজের বহু গল্প এবং পুস্তকে বৈদান্তিক ধারা ধরে রেখেছেন। তার প্রসিদ্ধ নিবন্ধ *দ্যা প্যারেনিয়াল ফিলসফি* স্বামী বিবেকানন্দের সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে এবং এটাও বলে যে সমস্ত ধর্ম এক বিশেষ উপলব্ধি দ্বারা সংযুক্ত।”[২]

এছাড়া আমেরিকার প্রখ্যাত লেখক জে. ডি সালিঙ্গার নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন, যা স্বামী বিবেকানন্দ নিজে ওই সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। *দা ক্যাচার ইন দ্যা রাই* (১৯৫১) লেখার জন্য সালিঙ্গার বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন স্বামী নিখিলানন্দের শিষ্য। তাঁর এই উপন্যাসে তিনি যুব সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও পাশ্চাত্য সমাজের অনেক প্রথাগত রীতির বিরোধিতা করেছিলেন। অধ্যাপক জেফ্রি ডি. লং আরও বলেছেন-

> “সালিঙ্গার পরবর্তীকালের অনেক লেখা যেমন *ফ্র্যান্নি অ্যান্ড জোই* তে প্রচুর বেদান্তের ছোঁয়া আছে। খ্যাতির শীর্ষে থাকার সময় সালিঙ্গার হঠাৎ নিজেকে সোসাইটি থেকে সরিয়ে নেন এবং গত ২০১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এইটি যথেষ্ট আলোচনার বিষয় হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশ পায় যে তিনি জীবনের শেষ ৫০টি বছর ধ্যান করে আর *ভাগবদ্ গীতা* পড়ে কাটিয়ে দিয়েছেন।”[৩]

ভারতীয় নীতি এবং দর্শনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন আমেরিকার বিশিষ্ট পণ্ডিত, গবেষক হুস্টন স্মিথ এবং জোসেফ ক্যাম্পবেল। এছাড়া বর্তমানকালে বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের জন্য জর্জ হ্যারিসনকেও বিশেষ কৃতিত্ব দেওয়া হয়। হ্যারিসনের ভারতীয় দর্শনের প্রতি গভীর আকর্ষণ ভারতীয় সঙ্গীত থেকে জন্মায় এবং সেই সংগীতের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন তাঁরই বন্ধু এবং গুরু পন্ডিত রবি শংকর। অল্প সময়ের মধ্যেই হ্যারিসন নিজেকে পুরোপুরি হিন্দু চিন্তাধারা আর আচারে ডুবিয়ে ফেলেন। অধ্যাপক জেফ্রি ডি. লং হ্যারিসনের সর্ম্পকে বলেছেন-

> “১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন প্রথম ভারতে আসেন, তখন বেশিরভাগ সময় কাশ্মীরে একটি হাউসবোটে পড়াশোনা করে সময় অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি যে দুটো বই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং যেগুলি পড়ে সময় কাটিয়েছিলেন, সে দুটি বই পরমহংস যোগানন্দের *অটোবায়োগ্রাফি অফ এ যোগী* আর স্বামীজীর *রাজযোগ*। তিনি যতদিন সংগীত চর্চা করেছেন, ততদিন তার গানে যোগীসুলভ আর বৈদান্তিক বিষয়ের রেশ পাওয়া গিয়েছিল। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।”[৪]

যদিও খুব কম সংখ্যক আমেরিকানই সরাসরি স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনেছেন বা তাঁর বাণীর সঙ্গে পরিচিত কিন্তু বৈদান্তিক চিন্তাভাবনা এদেশে যথেষ্ঠ গভীরে প্রবেশ করেছে সেই সব বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক এবং শিল্পীর হাত ধরে যারা স্বামীজীর লেখা বা বেদান্ত সোসাইটির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। স্বামীজীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে যে সব আধ্যাত্মিক শিক্ষক মার্কিন দেশে এসেছেন, তাঁদের মাধ্যমেও বেদান্তের চিন্তা আমেরিকায় আজও বিদ্যমান। স্বামীজীর বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞানযোগ আধ্যাত্মিক চেতনার উপর যথেষ্ট প্রভাবশীল। আমেরিকার আর একজন নামকরা বুদ্ধিজীবী, যিনি সরাসরি স্বামীজীর সংস্পর্শে আসেন, তিনি হলেন উইলিয়াম জেমস, যিনি হারবার্ট ইউনিভার্সিটির মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি যদিও বৈদান্তিক তত্ত্বের উপর কিছুটা সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর চিন্তাভাবনা আর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অধ্যাপক জেফ্রি ডি. লং এ সর্ম্পকে বলেছেন-

> “উইলিয়াম জেমস আমেরিকার প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক আলফ্রেড নর্থ হোয়াইট হেডের চিন্তার ওপর গভীর ছাপ ফেলে ছিলেন। হোয়াইট হেড আবার দর্শনের একটি পদ্ধতির জনক যার নাম *প্রসেস থট*। *প্রসেস থটে*র সঙ্গে বেদান্ত, জৈন আর বৌদ্ধ ধর্মের প্রচুর মিল পাওয়া যায়। হোয়াইট হেডের চিন্তাধারায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব দেখা যায়।”[৫]

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর যুগের মাধ্যমে পশ্চিম দুনিয়াকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে যে প্রভাবিত করেছেন, তার কয়েকটি নজির হিসাবে বলা যেতে পারে-স্বামীজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত গান্ধীজীর সামাজিক ন্যায়ের জন্য আন্দোলন, যা আজ সমস্ত বিশ্বেই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকরণীয়; দর্শন ও ধর্মশিক্ষায় মানুষের চিন্তা ভাবনাকে এক নতুন দিগন্ত দেওয়া; বিভিন্ন ধর্মচর্চাকে এক লক্ষ্যের বন্ধনে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা এবং যোগ ধ্যান করার অভ্যাসকে জনপ্রিয় করা। এইসব আন্দোলনই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দর্শন ও বাণীর সারমর্ম। স্বামীজী একবার বলেছিলেন-

> “এমনও তো হতে পারে যে, এই শরীরকে ত্যাগ করে আমার ভালই হবে- শরীরটাকে ব্যবহার করা কাপড়ের মত ছেড়ে ফেলব। কিন্তু আমার কাজ থামবে না! সব জায়গার মানুষকে আমি অনুপ্রাণিত করতে থাকব যতদিন না সারা পৃথিবীটা ঈশ্বরের স্মরণে যাচ্ছে।”[৬]

স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে পাশ্চাত্য মনীষীদের কাছে বেদান্তকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা এবং বিশ্বের চিন্তা জগতে তাঁর জন্য এক সম্মানজনক স্থান অর্জন করা ঠিক কতখানি কঠিন ছিল তা বোঝা মুশকিল। স্বামীজীকে একদিকে ধর্মীয় গোড়ামী ও কুসংস্কারের প্রাচীর গুলি চূর্ণ করতে হয়েছিল, অন্যদিকে তাঁকে আধুনিক জগতের সমস্যা গুলি সমাধান করতে ও প্রয়োজন মেটাতে বেদান্ত কিরূপ অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক, তা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল। তিনি তাঁর বক্তৃতা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন বেদান্ত দর্শন কিভাবে মানুষের প্রয়োজন মেটায়। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বেদান্তের নীতিগুলো জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে মানুষের উন্নতি সাধন করে। বেদান্ত দর্শন ছিল আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-বিকাশ ও মানব সেবার একটি শক্তিশালী ব্যবহারিক রূপ, যা মানুষকে তার ভেতরের দেবত্ব জাগিয়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে। তাইতো মার্কিনমূলকে বেদান্ত সোসাইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিশ্বের চিন্তা জগতে স্বামীজীর মুখ্য অবদান: বিশ্বের চিন্তা জগতে স্বামীজীর অবদান বহুমুখী; আমরা জানি তিনি দর্শনকে পশ্চিমা বিশ্বে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, ধর্মীয় সহনশিলতা ও সার্বজনীনতার বাণী প্রচার করেছিলেন, ভারতের জাতীয়তাবাদের ধারণাকে প্রজ্বলিত করেছিলেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অর্ন্তনিহিত শক্তির উন্মোচনের কথা বলেছিলেন। আধুনিক চিন্তাধারা, পৃথিবীর ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ও অন্যান্য শাস্ত্রের নিরিখে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে আমরা বিশ্বের চিন্তা জগতে স্বামীজীর বেশ কতকগুলো মৌলিক অবদান চিহ্নিত করতে পারি। তবে এখানে বিশ্বের চিন্তা জগতে স্বামীজির সমস্ত অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়, তাই আমি কেবলমাত্র কয়েকটি প্রধান অবদান নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস করবো।

১) মানুষ সম্বন্ধে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি: স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর প্রাথমিক ও মুখ্য আগ্রহের বিষয় ছিল মানবজাতির উন্নয়ন, প্রগতি ও কল্যাণ। এই আগ্রহ শুধু দয়া বা সহানুভূতি-জনিত ছিল না, এটি আধারিত ছিল মানুষের প্রকৃত স্বভাব সম্বন্ধে এক গভীর বোধের উপর। মানুষ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বৈদান্তিক ঐতিহ্য থেকে আহরিত হলেও, তার মধ্যে কিছু লক্ষণীয় নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রথমত, স্বামীজী দেখেছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অনেক রকমের সম্ভাবনা থাকে- তার সবগুলি সম্বন্ধে সে নিজেও হয়তো অবহিত থাকে না। দ্বিতীয়ত, স্বামীজী দেখেছিলেন এই সব সম্ভাবনার মূল মানুষের ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক মাত্রার মধ্যে নিহিত। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তার শরীরও নয়, তার মনও নয়, তার আত্মা। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঐশ্বরিক বা দেবত্ব বিদ্যমান এবং ধর্ম হলো সেই অর্ন্তনিহিত দেবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। তাঁর মতে, ‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’। তিনি মানুষকে দুর্বল বা পাপী না ভেবে শুদ্ধ ও পূর্ণ সত্তা হিসেবে দেখতেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ভেতরের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে বিকশিত করার ওপর জোর দিতেন। তাঁর মতে প্রতিটি ব্যক্তি তার প্রকৃত স্বরূপে ঈশ্বর। জীবাত্মার অন্তর্নিহিত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার সামর্থের জন্যই মানুষ অন্য প্রাণীদের থেকে পৃথক। মানুষ সম্বন্ধীয় এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বের চিন্তা জগতে স্বামীজীর এক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবদান।

২) ধর্মকে নতুন করে বোঝা: ধর্মের সম্ভাব্য সমস্ত দিক নিয়ে স্বামীজী যত গভীর ও ব্যাপকভাবে চিন্তা করেছেন, আধুনিক পৃথিবীতে খুব কম লোকই তা করেছেন। ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত পর্যালোচনা করতে এক সমগ্র গ্রন্থের আবশ্যক। এখানে আমরা স্বামীজীর কয়েকটি মুখ্য অভিমতে উল্লেখ করছি- আধুনিক যুগে এগুলি ধর্মের অভিমুখী এক নতুন পথ নিরূপিত করেছে।

ক) ধর্ম এক প্রাকৃতিক ব্যাপার: স্বামীজী ধর্মকে দেখতেন এক প্রাকৃতিক ব্যাপার রূপে-ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা মানুষের ওপর আরোপিত এক সামাজিক সংগঠন রূপে নয়। মানুষের কিছু কিছু উচ্চতর অস্তিত্বমূলক আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি লাভের স্বাভাবিক পথ ধর্মের মধ্য দিয়ে। এইসব উচ্চতর অস্তিত্বমূলক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আছে-মানুষের জীবনের অর্থ অনুসন্ধান, মানুষের সহজাত মুক্তি, নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা, মানুষের অমরত্ব লাভের সহজাত আকাঙ্ক্ষা-এইসব সাধারণ আকাঙ্ক্ষা সর্বজনীন। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম এসব উচ্চতর অস্তিত্বমূলক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ও পূরণ করার বিভিন্ন পথ।

খ) ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার অভিন্নতা সম্পাদন: স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা অভিন্ন। দুটির মধ্যে মুখ্য প্রভেদ এই যে যেখানে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি অথবা লক্ষ্য প্রত্যক্ষ অনুভব, সেখানে ধর্মের ভিত্তি বিশ্বাস- কোন প্রবর্তক ধর্মগুরু, শাস্ত্র বা প্রশ্নাতীত মতবাদে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধ্যাত্মিকতা জোর দেয় অন্তর জীবনের উপর; আধ্যাত্মিকতা হলো জীবন বেঁচে থাকার অর্থ ও পরিপূর্ণতা লাভের জন্য ব্যক্তিগত অনুসন্ধান। ধর্ম জোর দেয় বর্হিজীবনের- প্রথা, অনুষ্ঠান, আচরণবিধি ইত্যাদি পালনের ওপর। স্বামীজী 'ধর্ম' শব্দটির প্রধানত আধ্যাত্মিকতার অর্থে ব্যবহার করতেন। তিনি বলেছেন-'আত্মাকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করাই ধর্ম',[৭] 'মানুষ কোন বিশেষ ধর্মমত লইয়া জন্মগ্রহণ করে না; ধর্ম তাহার ভিতরেই রহিয়াছে';[৮] 'ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভিতরে যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ'[৯] ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার অভিন্নতা-সূচক স্বামী বিবেকানন্দের এই সব জোরালো উক্তি পাশ্চাত্যের জনগণের মনে গভীর অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল।

গ) ধর্ম বিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বয় সাধন: আধুনিক কালে প্রথম যে সকল চিন্তাবিদ ধর্ম ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন, স্বামীজী ছিলেন তাদের অন্যতম এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি বেদান্তকে অনুসরণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য মনীষীদের আধুনিক বিজ্ঞান ও খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের ওপর আধারিত ধর্মের পশ্চিমি ধারনার সামঞ্জস্য করার অধিকাংশ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। স্বামীজী দেখিয়েছিলেন যে বিজ্ঞানের মূল তথ্যসমূহের সঙ্গে বেদান্তের মূলগত ধারণার কোন বিরোধ নেই। বস্তুত স্বামীজী আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে ধর্মকেই বিজ্ঞানরূপে- চৈতন্য বিষয়ক বিজ্ঞানরূপে উপস্থাপিত করেছিলেন।

ঘ) ধর্ম সমন্বয়: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় স্তরেই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়- প্রতিষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এইসব অবদানের কয়েকটি আমরা সংক্ষেপে বলছি-

১) স্বামীজী তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়তত্ত্বের বিশ্বজনীন তাৎপর্য নিষ্কাশিত করে তা পাশ্চাত্য জগতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।।

২) তিনি ধর্ম সমন্বয়কে হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান আদর্শে পরিণত করেছেন। হিন্দুধর্মের মূল দর্শনকে বিশ্লেষণ করে এর সর্বজনীন ও মানবতাবাদী দিকগুলোকে তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে তিনি হিন্দুধর্মকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

৩) স্বামীজী দেখিয়েছিলেন যে, ধর্ম সমন্বয়ের অর্থ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেকার প্রভেদ দূরীভূত করা নয়- সেগুলির সংরক্ষণ করা।

৪) স্বামীজী দেখিয়েছিলেন, শুধুমাত্র অন্য ধর্মকে সহ্য করলেই ধর্ম সমন্বয় আসবে না, বস্তুত সহিষ্ণুতা একটা নিম্ন শ্রেণীর মনোভাব। যা প্রয়োজন তা হলো 'গ্রহণ করা'-ধর্মীয় বৈচিত্রকে গ্রহণ করা, সমস্ত ধরনের বৈধতাকে গ্রহণ করা এবং সমস্ত ধর্মের ভাল দিলগুলিকে গ্রহণ করা।

৫) জগতের বিভিন্ন ধর্ম পরস্পর বিরোধী নয়- পরস্পর পরিপূরক।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সত্য তথা বেদান্ত দর্শনকেকে স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাবে জগৎ সভায় উপস্থাপিত করেছিলেন, তার সত্যিই তুলনা হয় না। ভারতবর্ষকে তিনি বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কাছে তিনি শ্রেণী-বর্ণ-নির্বিশেষে 'সেবাধর্মের' কথা বলেছিলেন- আপামর জনসাধারণকে সেই যজ্ঞে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর ধর্ম সংস্কারের প্রধান আদর্শ ছিল ধর্মের সর্বজনীনতা, অর্থাৎ সব ধর্মের মধ্যেকার ঐক্য ও সহনশীলতাকে প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মের মাধ্যমে মানবজাতির সেবা করা এবং আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞানকে সমন্বিত করে মানুষের মধ্যে শক্তি ও চরিত্র জাগিয়ে তোলা। তিনি হিন্দুধর্মের পুনর্ব্যাখ্যা করে একে বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরেন এবং সমাজের দরিদ্র ও বঞ্চিতদের উন্নীত করার জন্য ধর্মকে এক

শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে *ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ন* এর বিখ্যাত প্রথম বক্তৃতায় বলেছিলেন-

> "আমি গর্বিত যে, আমি এমন এক ধর্ম থেকে এসেছি, যে-ধর্ম সারা বিশ্বকে সহনশীলতা আর সবকিছুকে গ্রহণ করতে শেখায়। আমরা সার্বিক সহনশীলতায় বিশ্বাস করি এবং এটা মেনে নিই যে, সব ধর্মই সত্য।"[১০]

পরে আরেকটি বক্তৃতাতে তিনি বলেছেন-

> "অতীতের যত ধর্ম ছিল আমি সেই সব ধর্মকে মানি এবং সবার সঙ্গে পূজা করি। যে যেভাবে ঈশ্বরকে আরাধনা করে, আমিও তাকে সেই ভাবেই পূজা করি।"[১১]

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সব ধর্মের মূল লক্ষ্য এক এবং তা হলো মানবজাতির মঙ্গলসাধন করা। তিনি সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহনশীলতার উপর জোর দিয়েছিলেন, যাতে কোনো ধর্ম অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু না হয়। এছাড়া স্বামীজী আধ্যাত্মিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে একত্রিত করার কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করা যায় না এবং এটি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ১ম খণ্ড, ৪৫তম মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৩, ২০২২, পৃ. ৪।

২. স্বামী চৈতন্যানন্দ (সম্পা)। উদ্বোধন, ১১৬তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৩, ২০১৪, পৃ. ৭৫৩।

৩. তদেব, পৃ. ৭৫৩।

৪. তদেব, পৃ. ৭৫৪।

৫. তদেব, পৃ. ৭৫৫।

৬. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.v, Advaita Ashrama, Kolkata, 1970, P-414.

৭. স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ৮ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৩, ১৩৬৯, পৃ. ৪৪০।

৮. স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ১০ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৩, ১৩৬৯, পৃ. ২৪২।

৯. স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ৬ষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৩, ১৩৬৯ পৃ. ৪০০।

১০. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.v, Advaita Ashrama, Kolkata,1970, P-414.

১১. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.II, Advaita Ashrama, Kolkata,1971, P-374.